ব্যাংক ও গ্রাহক
Bank and Clients

ইউনিট ১২

ভূমিকা

ব্যাংক একটি সেবা ধর্মী প্রতিষ্ঠান। কমিউনিটিতে এর অবস্থান। কমিউনিটির একজনের অর্থ আমানত হিসেবে জমা নেয় এবং অন্যকে উচ্চ সুদে ঋণ প্রদান করে মুনাফা অর্জন করে। আমানকারী ও ঋণ গ্রহীতা উভয়েই ব্যাংকের গ্রাহক। গ্রাহক সেবার কোন উন্নয়ন না করলে ব্যাংকের ব্যবসা করা কঠিন হয়ে পরবে। ব্যাংক গ্রাহকদের বিভিন্ন রকম সেবা প্রদান করে থাকে। এই ইউনিট থেকে শিক্ষার্থীরা ব্যাংকের প্রতি গ্রাহক এবং গ্রাহকের প্রতি ব্যাংক প্রত্যেকের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা ও চেকের মাধ্যমে লেনদেন সম্পর্কে জানতে পারবে। তাহলে আসুন আমরা নিচের পাঠগুলো থেকে বিস্তারিত জেনে নিই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১২.১ : ব্যাংক ও গ্রাহক সম্পর্ক
পাঠ-১২.২ : গ্রাহকের প্রতি ব্যাংকের দায়িত্ব
পাঠ-১২.৩ : ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের দায়িত্ব
পাঠ-১২.৪ : গ্রাহকের হিসাবের গোপনীয়তা

মূখ্য শব্দ	ব্যাংক, গ্রাহক, ব্যাংকের দায়িত্ব, গ্রাহকের দায়িত্ব ও হিসাবের গোপনীয়তা।

পাঠ-১২.১ ব্যাংক ও গ্রাহক সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক ও গ্রাহক সম্পর্কের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যাংক ও গ্রাহক সম্পর্কের ধরন

ব্যাংকের ইনপুট ও আউটপুট উভয়ই হলো অর্থ। অর্থাৎ অর্থ গ্রহণ করে এবং অর্থ লগ্নি করে। তাই ব্যাংকার ও গ্রাহকের মাঝে নানা সেবার সম্পর্ক বিদ্যমান। ব্যাংকিং ব্যবসায়ে লিপ্ত কোম্পানিকে ব্যাংকার বলা হয়। আর গ্রাহক বলতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়, যারা অন্যান্য সেবার মাধ্যমে ঐ ব্যাংকের সাথে যুক্ত। গ্রাহককে প্রদত্ত সেবার দৃষ্টিকোণ থেকে নিচে ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক বর্ণনা করা হলো:

১) দেনাদার পাওনাদার : ব্যাংক ও তার গ্রাহকের মধ্যে দেনাদার-পাওনাদার সম্পর্ক বিদ্যমান। গ্রাহক যখন ব্যাংকের কাছে টাকা জমা দেয়, তখন ব্যাংক দেনাদার এবং গ্রাহক পাওনাদার হয়, আবার বিপরীত সম্পর্ক বিরাজ করে, যখন ব্যাংকের কাছ থেকে গ্রাহক ঋণ নেয়।

২) চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক: ব্যাংক হিসাব-গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যবর্তী চুক্তিনামা। হিসাব খোলার মাধ্যমে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এতে করে দুই পক্ষেরই কিছু অধিকার ও দায়িত্ব সৃষ্টি হয়।

৩) ব্যাংক গ্রাহকের ট্রাস্টি : ব্যাংক অর্থ লেনদেনের বাইরেও গ্রাহকের সম্পত্তি যথা: স্বর্ণালংকার, দলিলপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণের দায়িত্ব নেয়া এ ধরনের সেবায় ব্যাংক গ্রাহকের ট্রাস্টি হিসেবে গণ্য হয়।

৪) বন্ধক দাতা-বন্ধক গ্রহীতা সম্পর্ক: ঋণ দেওয়ার সময় ব্যাংক গ্রাহকের সম্পত্তি বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করে। এভাবে বন্ধক দাতা-বন্ধক গ্রহীতা সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

৫) ব্যাংক গ্রাহকের প্রতিনিধি (Agent): দেনা পরিশোধ ও পাওনা আদায়ের সময় ব্যাংক গ্রাহকের প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি ব্যাংক পরিদর্শন করে ব্যাংক ও গ্রাহকদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিৎ তা পর্যবেক্ষণ করে তুমি তোমার অর্জিত জ্ঞান যাচাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ:

ব্যাংক ব্যবসায়ে গ্রাহককে প্রদত্ত সেবা ও কার্যাবলিকে ভিত্তি করে ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্ককে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যায়: ১. ডেটর ক্রেডিটর সম্পর্ক, ২. চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক, ৩. ব্যাংক গ্রাহকের অছি, ৪. বন্ধক দাতা-বন্ধক গ্রহীতা সম্পর্ক ও ৫. ব্যাংক গ্রাহকের প্রতিনিধি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। হিসাবে অর্থ জমাদানের মাধ্যমে ব্যাংক ও তার গ্রাহকের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে?

ক. অংশীদারিত্বের　　খ. ডেটর-ক্রেডিটর
গ. মুনাফা ভিত্তিক　　ঘ. প্রতিনিধির

২। ব্যাংকিং ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র কী?

ক. ব্যাংক ও ব্যাংকারের আস্থা ও বিশ্বাস　খ. বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা
গ. ব্যাংক ও গ্রাহকের আস্থা ও বিশ্বাস　　ঘ. মুনাফা অর্জন

৩। গ্রাহক ব্যাংকে টাকা জমা দিলে গ্রাহক কী নামে পরিচিত হবেন?

ক. ডেটর　　খ. ক্রেডিটর
গ. ডেটর-ক্রেডিটর উভয়ই　　ঘ. কোনটিই নয়

৪। উক্ত ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের কী সম্পর্ক সৃষ্টি হয়?

ক. দাতা ও গ্রহীতা　　খ. ডেটর-ক্রেডিটর
গ. ডেটর-ক্রেডিটর উভয়ই　　ঘ. গ্রহীতা

৫। ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে কিসের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়?

ক. ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়　　খ. ব্যাংক হতে টাকা জমাদান
গ. ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন　　ঘ. ব্যাংকে হিসাব খোলা

পাঠ-১২.২ গ্রাহকের প্রতি ব্যাংকের দায়িত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গ্রাহকের প্রতি ব্যাংকের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গ্রাহকের প্রতি ব্যাংকের দায়িত্ব

পূর্বেই বলেছি ব্যাংকিং একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। গ্রাহক সেবা প্রদান করতে পারলেই ব্যবসা ভালো হবে। তাই ব্যাংকিং ব্যবসায়ের মূলনীতি অনুযায়ী গ্রাহকের স্বার্থরক্ষা ব্যাংকের মূল দায়িত্ব। নিচে গ্রাহকের প্রতি ব্যাংকের কতিপয় দায়িত্ব বর্ণনা করা হলো:

১) অর্থ ফেরত: সাধারণভাবে ব্যাংক গ্রাহকের টাকা 'চাহিবামাত্র' ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। ব্যাংক যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠান তাই এটা যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পাদন হতে হবে। গ্রাহক চেক লিখে চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের টাকা তুলতে পারে। অন্য হিসাবের জন্য কিছু বিধি নিষেধ গ্রাহককে মেনে চলতে হয়।

২) হিসাবের গোপনীয়তা: ব্যাংক গ্রাহকের হিসাবের তথ্য গোপন রাখবে। তবে গ্রাহকের নির্দেশ, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে, আইনগত অনুমতি অথবা আদালতের নির্দেশ ছাড়া ব্যাংক গ্রাহকের হিসাব সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে পারে।

৩) আমানতকারীর নির্দেশ পালন : ব্যাংক তার মক্কেলের নির্দেশ অনুযায়ী আমানতের অর্থ মক্কেল কোনো ব্যক্তি বা পক্ষকে অর্থ পরিশোধ করতে আবার তৃতীয় কোনো পক্ষ হতে অর্থ, চেক বা বিল আদায় করতে পারে।

৪) সুদের আদান-প্রদান ও সেবার ফি: ব্যাংক তার মক্কেলের প্রাপ্য সুদ তাঁর হিসাবে জমা করে এবং কোনো সেবা প্রদান করলে ফি কর্তন করতে পারে।

৫) সুবিধাজনকভাবে ঋণ পরিশোধের সুযোগ প্রদান: মক্কেল ঋণ গ্রহীতা হলে, ব্যাংক তাকে ঋণ পরিশোধের জন্য উপযুক্ত সময় ও সুযোগ প্রদান করবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি ব্যাংক গ্রাহকের প্রতি কী কী দায়িত্ব পালন করে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ:

গ্রাহকের প্রতি ব্যাংকের দায়িত্ব সমূহ হলো:

১. অর্থ ফেরত,
২. হিসাবের গোপনীয়তা,
৩. আমানতকারীর নির্দেশ পালন,
৪. সুদের আদান-প্রদান ও সেবার ফি ও
৫. সুবিধাজনকভাবে ঋণ পরিশোধের সুযোগ প্রদান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। সাধারণভাবে ব্যাংক গ্রাহকের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকে -

ক. চাহিবামাত্র　　খ. আবেদন করলে

গ. পাওনাদারের নির্দেশে　　ঘ. দেনাদারের নির্দেশে

২। ব্যাংক গ্রাহকের সুদ কীভাবে তার হিসাবে জমা রাখে?

ক. আদেশ জারির মাধ্যমে　　খ. চেকের মাধ্যমে

গ. স্বয়ংক্রিয়ভাবে　　ঘ. গ্রাহক আদেশ দিলে

৩। ব্যাংক কখন গ্রাহকের অর্থ ব্যবহার করতে পারে?

ক. স্বয়ংক্রিয়ভাবে　　খ. পাওনাদারের নির্দেশে

গ. গ্রাহকের নির্দেশে　　ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে

৪। কখন ব্যাংক গ্রাহকের হিসাব সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে পারে?

ক. গ্রাহকের নির্দেশ,　　খ. বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ,

গ. আদালতের নির্দেশ　　ঘ. ক, খ ও গ

পাঠ-১২.৩ ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের দায়িত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের দায়িত্ব

ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা দিলেই গ্রাহকের দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় এমন নয়। গ্রাহকের প্রতি যেমন ব্যাংকের দায়িত্ব আছে, তেমনিভাবে ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকদেরও কিছু দায়িত্ব আছে। আসুন এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি।

১) বিশ্বাস (Fiduciary) : ব্যাংকের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেয়া গ্রাহকের একটি পরম দায়িত্ব। গ্রাহক সর্বদা ব্যাংকের কাছে সঠিক তথ্য প্রেরণ করবেন।

২) ঋণ পরিশোধঃ গৃহীত ঋণ চুক্তি অনুযায়ী সময়মতো পরিশোধ করা মক্কেলের অন্যতম দায়িত্ব। অন্যথায় মামলা-মোকাদ্দমার মাধ্যমে ঋণের অর্থ আদায় করা এবং ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যবর্তী সম্পর্ক নষ্ট হয়।

৩) সুদ আদায়ঃ চলতি হিসাবে জমাতিরিক্ত উত্তোলন হলে ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে ব্যাংক সুদ কেটে নেয়। ব্যাংক অন্যান্য সুবিধা বা সেবা দিলেও তার জন্য একটি যুক্তিসংগত সেবা ফি কেটে নেয়। চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংকের ঋণের সুদ ও আসল প্রদান করাও গ্রাহকের দায়িত্ব।

৪) সতর্কতাঃ মক্কেল চেক অংকনে সতর্কতা এবং নিয়ম কানুন মেনে চলবে। যেমন- সঠিক স্বাক্ষর হতে হবে, তারিখ সঠিক হতে হবে, চেকে লিখিত টাকা হিসাবে জমা থাকতে হবে ইত্যাদি। ব্যাংকের সাথে লেনদেন করার সময় অবশ্যই নিয়ম মেনে করতে হয়। নিয়মের ব্যত্যয় হলে ব্যাংকের সাথে লেনদেনে অসুবিধা হতে পারে।

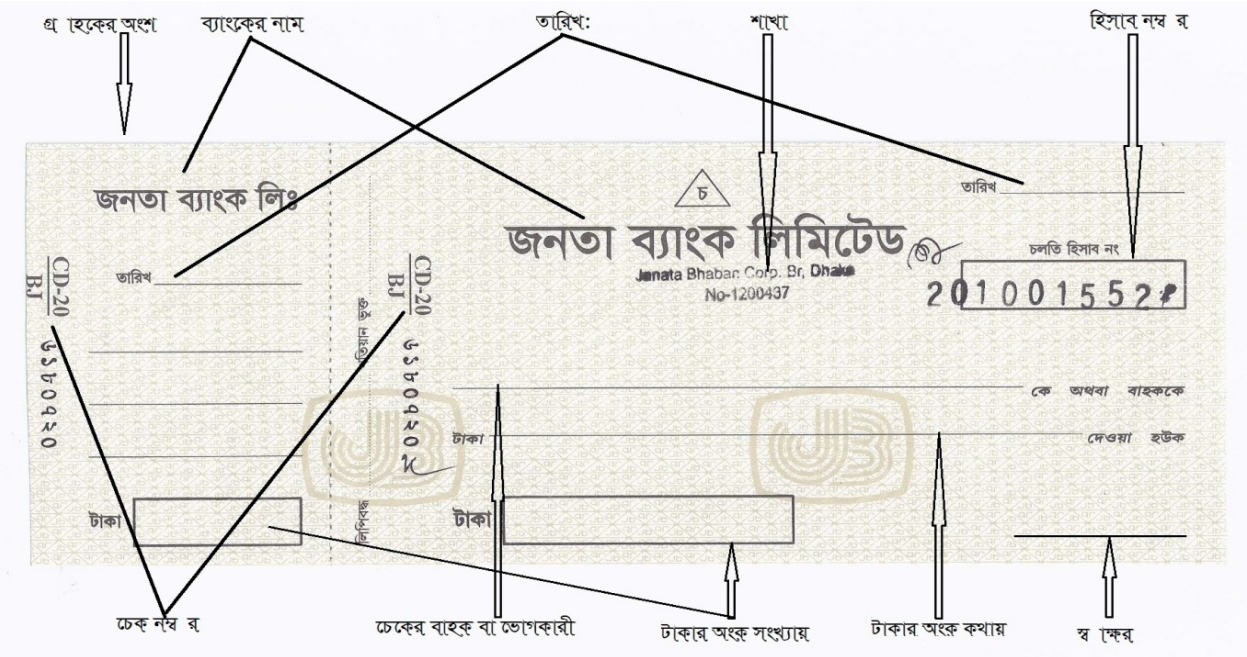

ছক নং ১২.১: একটি চেকের ছবি ও তার বিভিন্ন অংশের পরিচয়

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যাংকের প্রতি গ্রাহক প্রতি কী কী দায়িত্ব পালন করে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপঃ

গ্রাহকের প্রতি যেমন ব্যাংকের দায়িত্ব আছে, তেমনিভাবে ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকদেরও কিছু দায়িত্ব আছে। সেগুলো হলো: ১. গততা, ২. ঋণ পরিশোধ, ৩. সুদ আদায় ও ৪. সতর্কতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। আমানতকারী কর্তক ব্যাংকের প্রতি লিখিত আদেশকে কী বলে?

ক. চেক　　খ. বিল

গ. চালান　　ঘ. ব্যাংক ড্রাফট

২. সাধারনত চেক কয় ধরনের হয়ে থাকে?

ক. ৩ ধরনের　　খ. ২ ধরনের

গ. ৪ ধরনের　　ঘ. ৫ ধরনের

৩। যে চেকের মাধ্যমে গ্রাহকের আদেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রাপককে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয় তাকে কী বলে?

ক. বাহক চেক　　খ. ব্যাক্তিগত চেক

গ. হুকুম চেক　　ঘ. ব্যাংক চেক

পাঠ-১২.৪ ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা এবং এ সংক্রান্ত তথ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্যাংক হিসাবের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত নিয়মনীতি বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা এবং এ সংক্রান্ত তথ্য

পূর্বের পাঠে বলা হয়েছে, ব্যাংক এবং গ্রাহকের সম্পর্ক বিশ্বাসের। বিশ্বাস ভঙ্গ, সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ব্যাংক এবং তার গ্রাহকের সম্পর্কের অবসান অবনতি আরো কারণে ঘটতে পারে। নিচে এগুলো বর্ণনা করা হল:

১) গ্রাহক দেউলিয়া হলে : গ্রাহক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের সাথে তাঁর সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়।

২) মক্কেল পাগল হলে : আইনানুগভাবে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনের অধিকার রাখে না, তাই মক্কেল পাগল হলে ব্যাংকের সাথে তাঁর সর্ম্পকের সমাপ্তি ঘটে।

৩) ব্যাংকের নিজস্ব সিদ্ধান্ত: মক্কেল প্রতারণার আশ্রয় নিলে ব্যাংক তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে।

৪) মক্কেলের নিজস্ব সিদ্ধান্ত: সেবায় সন্তুষ্ট না হলে মক্কেল ব্যাংকের সাথে লেনদেন চালু না রাখার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সেক্ষেত্রে ব্যাংকার মক্কেলের সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৫) সম্পূর্ণ হিসাব স্থানান্তর: মক্কেল হিসাব অন্য ব্যাংকে স্থানান্তর করলে ঐ ব্যাংকের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে।

৬) মৃত্যুজনিত কারণে: মক্কেলের মৃত্যু ঘটলে হিসাব বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যাংক মক্কেলের সম্পর্কের বিলুপ্তি হয়।

৭) দীর্ঘ সময় বন্ধ রাখলে : মক্কেল যদি তার হিসাবের লেনদেন দীর্ঘসময় চালু না রাখে, সেক্ষেত্রে ব্যাংক উক্ত মক্কেলের হিসাব বন্ধ করে দেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি ব্যাংক কীভাবে গ্রাহকের হিসাব গোপনীয়তার রক্ষা করে ও সম্পর্ক বজায় রাখে এবং কী কারণে ব্যাংক এবং তার গ্রাহকের সম্পর্কের অবসান ঘটে তা পর্যবেক্ষন করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ:

ব্যাংক এবং তার গ্রাহকের সম্পর্কের অবসান সম্ভাব্য যে যে কারণে ঘটতে পারে, তা হলো: ১. গ্রাহক আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত, ২. মক্কেল মানসিক ভারসাম্য হারালে হলে, ৩. ব্যাংকের নিজস্ব সিদ্ধান্ত, ৪. মক্কেলের নিজস্ব সিদ্ধান্ত, ৫. সম্পূর্ণ জের স্থানান্তর, ৬. মৃত্যুজনিত কারণে ও ৭. দীর্ঘকালীন লেনদেন চালু না রাখা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। কোন গ্রাহক দীর্ঘকাল লেনদেন না করলে ব্যাংক উক্ত হিসাবের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে?

ক. হিসাব বন্ধ করে দেয় — ক. হিসাব চালু রাখে

গ. আদালতের শরনাপন্ন হয় — ঘ. ব্যাংলাদেশ ব্যাংককে জানায়

২। গ্রাহকের মৃত্যু হলে ব্যাংক তার গ্রাহকের হিসাব কী করে?

ক. গ্রাহকের হিসাবে লেনদেন করে — ক. হিসাব চালু রাখে

গ. আদালতের শরনাপন্ন হয় — ঘ. হিসাব বন্ধ করে দেয়

৩। গ্রাহক আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে ব্যাংক কী করে?

ক. গ্রাহকের হিসাবে লেনদেন করে — ক. হিসাব চালু রাখে

গ. হিসাব বন্ধ করে দেয় — ঘ. আদালতের শরনাপন্ন হয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

উত্তর সংক্ষেপ

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। চেক কী?

২। ব্যাংকিং ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র কী?

৩। ব্যাংক কার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে?

৪। ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান?

৫। হুকুম চেক ও বাহক চেক বলতে কী বুঝ?

খ. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। গ্রাহকের প্রতি ব্যাংকের এবং ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের কী কী দায়িত্ব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

২। কখন ব্যাংক গ্রাহকের তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য থাকে? ব্যাখ্যা কর।

৩। ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা কেন রক্ষা করা হয়? ব্যাখ্যা কর।

৪। কী কারণে ব্যাংক গ্রাহকের টাকা চাহিবামাত্র দিতে বাধ্য থাকে? ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Question)

১. জনাব ইসলাম একজন চাকুরিজীবী। তার প্রতিমাসে যাবতীয় খরচ বহনের পর অবশিষ্ট জনতা ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রাখে। একদিন তার স্বাক্ষর করা একটি চেক হারিয়ে গেলে তিনি আশঙ্কা করেন তার হিসাব হতে অন্য কেউ টাকা উত্তোলন করে নিতে পারে এবং তিনি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।তিনি ব্যাংকে গেলেন এবং ব্যাংকার তাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিলেন এবং এতে জনাব ইসলাম তাতে আর্থিক ক্ষতি হতে রক্ষা পেলেন।

ক. ব্যাংকার কে?

খ. গ্রাহক বলতে কী বুঝায়?

গ. গ্রাহকের প্রতি ব্যাংকের দায়িত্ব গুলো কী কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনাব ইসলামকে ব্যাংকার কী কী পরামর্শ দিয়েছে বলে তুমি মনে কর? তা বিশ্লেষণ কর।

২. শামীম ও হাসান দুই বন্ধু। দু'জনই একই এলাকায় ব্যবসায় করেন। শামীম একটি বহুমূখী সমবায় সমিতিতে কার অর্থ জমা রাখে। হাসান তার অর্থ একটি ব্যাংকে জমা রাখে। শামীরে অর্থের প্রয়োজন হলে তিনি সমিতি থেকে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ উত্তোলন করতে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে হাসানের অর্থের প্রয়োজন হলে তার হিসাব থেকে যে কোন সময় যে কোন স্থান হতে অর্থ উত্তোলন করতে পারেন।

ক. ব্যাংকিং ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তি কী বলে?

খ. বাহক ও হুকুম চেক কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. হাসানের তাৎক্ষণিকভাবে টাকা উত্তোলন করতে পারার কারণগুলো বর্ণনা কর।

ঘ. শামীম ও হাসানের দু'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনটিতে টাকা জমা রাখা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা কর।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.১ :	১. খ	২. গ	৩. খ	৪. ক	৫.ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.২ :	১. ক	২. গ	৩. গ	৪. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৩ :	১. ক	২. খ	৩. গ	৪. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৪ :	১. খ	২. ক	৩. ঘ	৪. গ	৫. খ